সংবাদ

তারিখ ... ১৪.১.৪৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

003

বিনামূল্যের বই

শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও প্রাথমিক স্কুলের বিনামূল্যের বই বিতরণ শুরু করা এখনো সম্ভব হয়নি। বোর্ড এখন পর্যন্ত জেলা সদরগুলোতে যে বই পাঠিয়েছে তাতে তৃতীয় শ্রেণীর সেট থাকলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে বাকি রয়েছে শুধুমাত্র বাংলা বই। সময়মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই ছাপতে না পারার জন্যেই এ দেরী হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। বিতরণের ক্ষেত্রে অসুবিধার কথাও উল্লেখিত হয়েছে এতে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে এ বছর ৬৫ লাখ সেট বই বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে; ডিসেম্বরের শেষভাগে শুরু করে সে কাজ ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ করার কথা। বলাই বাহুল্য, বোর্ড সময়মত বই সরবরাহ করতে না পারায় সে কর্মসূচী কবে নাগাদ কার্যকর করা যাবে তাতে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তার। গত বছরও এমনি কিছু জটিলতার জন্যে প্রাথমিক স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের বই পেতে অনেক দেরী হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মার্চ পেরিয়ে এপ্রিল লেগেছে। এবারেও লক্ষণ সে রকমই দেখা যাচ্ছে। এ কর্মসূচী তো হঠাৎ করে নেয়া হয়নি, তবু বই ছাপতে দেরী কেন?

স্কুলের সাধারণ পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণের ব্যাপারে টেক্সটবুক বোর্ড এর আগে যে 'দক্ষতা'র পরিচয় রেখেছে আবার তার লক্ষণ দেখলে উদ্বিগ্ন হতে হয় বৈ কি। আমলাতান্ত্রিক কাজের ধারা অতীতে পাঠ্যবই প্রকাশ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টির জন্যে অনেকখানি দায়ী ছিল। বইয়ের পাণ্ডুলিপি বা ছাপার প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত সরবরাহ না হওয়ায় তা ছাপতে তখন প্রায় দেরী হতে দেখা গেছে। পয়সা দিয়েও তখন ছাত্ররা সময়মত বই পায়নি। সেই পুরনো অভ্যাসের ছাপ এক্ষেত্রেও রয়েছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে বলি।

প্রাথমিক স্কুলগুলোতে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এর সাফল্য দেশের শিক্ষার অগ্রগতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত না হলে এর মূল্য কতটুকু থাকবে? বই পেতে যদি শিক্ষা বছরের প্রায় অর্ধেক সময় পেরিয়ে যায় তবে সে বই কতটুকু কাজে আসবে? শুরুর কয়েক মাসই তো যাবে বিফলে। যে বইগুলো পাঠানো হয়েছে সিদ্ধান্তের অভাবে সেগুলোও নাকি বিতরণ করা যাচ্ছে না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। জেলা বই বিতরণ কমিটির প্রতি নির্দেশ রয়েছে 'সেট' হিসেবে বই বিতরণের। কিন্তু যেহেতু কোন কোন শ্রেণীর বই মাত্র একটি পাওয়া গেছে তাই সেটাও তারা দিচ্ছে না। এসম্পর্কে তারা নাকি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত বই এ মাসের মধ্যে পেলেও তো পরিস্থিতির সে ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হচ্ছে না। যা হাতে রয়েছে সেটাই বিতরণ করে দিলে খুব অসুবিধা হওয়ার কথা কি? ছাত্র-ছাত্রীরা তা দিয়ে অন্ততঃ পড়াশোনাটা শুরু করতে পারে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তটা দ্রুত পেলেও যে অনেকটা রক্ষা হয়।